জাতীয়করণ

আজকের কাগজ

তারিখ 03 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

15

মওদুদী পাঠ বাধ্যতামূলক

দেশের ২৪৮টি বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না

আশেক-ই-এলাহী : দেশের দু'শ ৪৮টি বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয় এসকল বিদ্যালয়ে। ফলে দেশের সার্বিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত থাকছে এসকল বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি নিয়ন্ত্রিত এসকল বিদ্যালয়ে কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তি হলেন নাজির আহমেদ ও আব্দুর রউফ। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালী চেতনা ও জাতীয়তাবোধ ধ্বংসকারী এবং বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী সংগঠন আলবদর বাহিনীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বর্তমানে দু'জনই জামাতে ইসলামী'র কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য। সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত এসকল বিদ্যালয়ে বোর্ডের বইয়ের পাশাপাশি বাধ্যতামূলকভাবে মওদুদী, গোলাম আযম ও নাজির আহমদের বই পড়ানো হয় এবং এসকল বইয়ের উপর নিয়মিত পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়। সারা দেশে এসকল বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে স্থানীয় জামাতের আমীর। মূলত জামাতে ইসলামী'র স্থানীয় কমিটি স্কুল পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষকও জামাত-ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্য থেকে নেয়া হয়। স্কুলসমূহের নামকরণ সাধারণত ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে করা হয়- যাতে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়সমূহে একটি প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল কর্মী প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। জামাতের শিশু সংগঠন ফুলকুঁড়ি আসরের সদস্য করা হয় সকলকে। দশম শ্রেণী সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে জামাতের প্রকাশিত সকল বই পড়ানো শেষ করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জামাতে ইসলামীদের ধারণা বদ্ধমূল করা হয়। পরিণতিতে পর্যায়ক্রমে এসকল বিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্র ছাত্রী দলে সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হয়ে পড়ে। এ ২শ' ৪৮টি বিদ্যালয়ের মূল অর্থের উৎস হলো রাবিয়াতে আল আরব নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংগঠনের নিকট থেকে এ সংস্থা টাকা সংগ্রহ করে এনে এ দেশে জামাতের রাজনৈতিক শক্তি দাঁড় করানোর কাজে ব্যয় করে।

বাংলাদেশ ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে এ ধরনের একটি করে বিদ্যালয় প্রত্যেকটি থানায় স্থাপন করবে। বিদ্যালয়সমূহে জাতীয় সংগীত পড়ানোর নিয়ম থাকলেও এসকল বিদ্যালয়সমূহ সে নিয়মের পরিপন্থী কাজ করলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।